৪র্থ অধ্যায়

“বাজার”

⁕বাজার: বাজার বলতে কোনো স্থানকে বুঝায় না, বরং এক বা একাধিক দ্রব্য কে বুঝায় যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

⁕একচেটিয়া বাজার $(Monopoly\ Market)$: যে বাজারে একজন বিক্রেতা ও অসংখ্য ক্রেতা থাকে, বিক্রেতা এমন একটি দ্রব্য বিক্রয় করে যার বিকল্প দ্রব্য বাজারে থাকে না, তাকে $Monopoly\ Market$ বলে।

⁕একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার: যে বাজারে বহু সংখ্যক ফার্ম পৃথক অথচ নিকটতম বিকল্প পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করে, তাকে একচেটিয়া প্রাতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

$\underline{Duopoly\ Market:}$ যে বাজারে দুজন মাত্র বিক্রেতা ও কিছু সংখ্যক ক্রেতা থাকে তাকে $Duopoly\ Market$ বলে।

$\underline{Oligoply\ Market:}$ যে বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা দুয়ের অধিক কিন্তু খুব বেশি নয় তাকে $Oligoply\ Market$ বলে

$\underline{Manopsony\ Market:}$ যে বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা ও একজন মাত্র ক্রেতা থাকে তাকে $Manopsony\ Market$ বলে।

$\underline{Duopsony\ Market:}$ যে বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা ও দুজন ক্রেতা থাকে তাকে $Duopsony\ Market$ বলে।

প্লান্ট: প্লান্ট বলতে একটি উৎপাদন ইউনিটকে বুঝায় যেখানে ব্যবসায় অথবা সেবামূলক কাজ পরিচালিত হয়। যেমন: একটি খামার, কৃষি ফ্যাক্টরী ইত্যাদী।

ফার্ম: ফার্ম বলতে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে বুঝায়, মালিকানার ভিত্তিতে ফার্ম ৪ ধরনের হতে পারে। যথা:

১. ব্যক্তি মালিকানাধীন ফার্ম

২. পাটনারশীপ ফার্ম

৩. বেসরকারি লিমিটেড কোম্পানি

৪. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

বিক্রেতার সংখ্যার দিক বিবেচনা করেও ফার্ম বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

শিল্প: কোনো বাজার ব্যবস্থায় পণ্য বিক্রেতাদের সমষ্টির রূপকে শিল্প গঠিত হয়, সাধারণত এক বা একাধিক ফার্ম নিয়ে শিল্প গঠিত হয়। যেমন: পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, ইত্যাদি।

ফার্ম ও শিল্পের মাধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

ফার্ম	শিল্প
১. এক বা একাধিক প্লান্টের সমন্বয়ে ফার্ম গঠিত।	১. একই দ্রব্য উৎপাদনকারী সকল ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে।
২. ফার্ম একক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।	২. শিল্প ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়।
৩. ফার্ম একটি সংকীর্ণ ধারনা।	৩. শিল্প একটি বিস্তৃত ধারনা।
৪. ফার্মের পরিধি সীমিত।	৪. শিল্পের পরিধি ব্যাপক।
৫. পণ্যের দাম নির্ধারনে ফার্ম কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।	৫. পণ্যের দাম নির্ধারনে শিল্প ভূমিকা পালন করে থাকে।

যে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করলে ফার্মের মুনাফা সর্বোচ্চ হয়, একে ফার্মের ভারসাম্য বলে।

ফার্মের মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্তাবলি আলোচনা: ফার্মের মুনাফা সর্বোচ্চকরণের শর্ত ২টি।

১. TR ও TC এর সর্বোচ্চ ব্যবধানের মাধ্যমে মুনাফা

সর্বোচ্চকরণ: যে পরিমান দ্রব্য উৎপাদন করলে ফার্মের TR ও TC এর ব্যবধান সর্বোচ্চ হয়, সে পরিমান দ্রব্য উৎপাদন করলে ফার্মের মুনাফা ও সর্বোচ্চ হয়। নিম্নে বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হল:

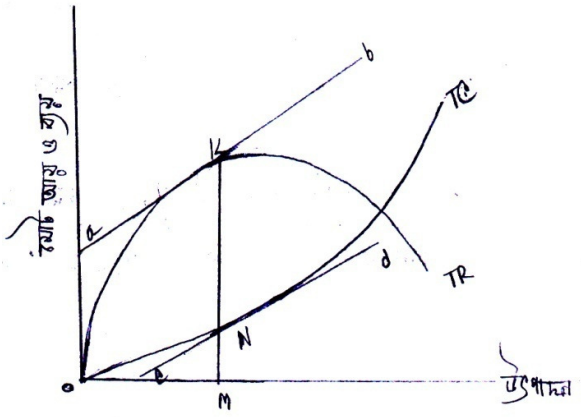

চিত্রে দেখা যায় উৎপাদন করলে K ও N বিন্দুতে TR ও TC এর ঢাল সমান হয়। ফলে OM উৎপাদন স্তরে TR ও TC এর ব্যবধান সর্বোচ্চ হওয়ার কারণে ফার্মের মুনাফা সর্বোচ্চ হয়।

২. MR ও MC এর সমতার মাধ্যমে ফার্মের মুনাফা সর্বোচ্চ হয়:

যে পরিমান উৎপাদন করলে ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয যে পরিমান উৎপাদন করলে ফার্মের মুনাফা ও সর্বোচ্চ হয়। এক্ষেত্রে শর্ত হল: ক) $MR = MC$ খ) MC রেখা MR রেখাকে নিচের দিকে হতে ছেদ করে উপরে উঠবে।

বিষয়টি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল:

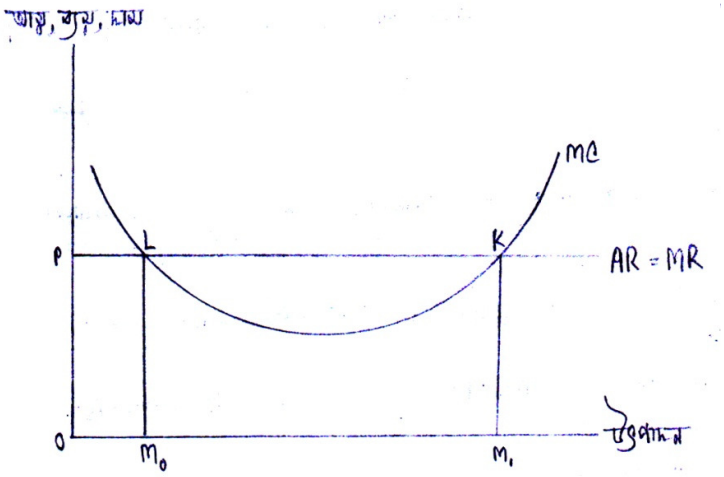

চিত্র হতে দেখা যায় L ও K বিন্দুতে $MR = MC$ হয় তবে L বিন্দুতে $MR = MC$ হলেও ২য় শর্ত পালিত হয়নি। তাই L বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু নয়, তাছাড়া M_0 উৎপাদন করলে $MC > P$ হয়। M_0 এর পর উৎপাদন বৃদ্ধি করলে $MC < P$ হয়, তবে M_1 উৎপাদন স্তরে $MR = MC$ হয়, MC রেখা নিচের দিকে হতে MR রেখাকে ছেদ করে উপরে উঠে, K তাই হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু, OM হচ্ছে ভারসাম্য উৎপাদন M_0 ও M_1 উৎপাদন স্তরে প্রান্তিক ব্যয় রেখা ও দাম রেখার যে পার্থক্য তাই হচ্ছে ফার্মের মুনাফা।